দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 7 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

লাকসামে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ভিন্ন ভিন্ন দিনে পরীক্ষা!

লাকসাম সংবাদদাতা

লাকসামে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজ করছে হ-য-ব-র-ল অবস্থা। উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন দিনে। এ নিয়ে অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের মাঝে বিরাজ করছে চাপা ক্ষোভ।

জানা গেছে, গত ২৬ জুলাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব স্বাক্ষরিত এক পত্রে সরকারি/রেজিঃ বেসরকারি/কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১২ শিক্ষাবর্ষে ৪, ৫ ও ৬ আগস্টসহ ১০ দিন ছুটি সংযোজন করা হয়। কিন্তু লাকসাম উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবুল কালাম আজাদ ওই নির্দেশনা উপেক্ষা করে হাজিরা খাতায় শিক্ষকদের স্বাক্ষর না করিয়ে ৪, ৫ ও ৬ আগস্ট পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা চালিয়ে নেয়ার জন্য স্কুল প্রধানদের মুঠোফোনে নির্দেশ দেন। পরে সহকারী শিক্ষা অফিসারও পরীক্ষা চালিয়ে নেয়ার তাগাদা দেন।

ইতিমধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে রমজান ও ঈদের বন্ধ দেয়া হলেও শিক্ষা কর্মকর্তার অনুরোধে সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করে পশ্চিমগাঁও মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুন্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তরকূল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঈদের দিনে পরীক্ষা নেয়া হয়। আবার ভড়বাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের আগে অর্থাৎ ৩ আগস্ট শুক্রবার পরীক্ষা নেয়া হয়। এদিকে, বিজয়রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বরইগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অনেক স্কুলে শিক্ষা কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত সময়সূচি বাতিল করে নিজেদের রুটিনমাফিক ৫ আগস্টের মধ্যে পরীক্ষা সম্পন্ন করে।

অন্যদিকে, গাজীমুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নগরতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইছাপুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রমজান ও ঈদের বন্ধ দেয়ায় পরীক্ষা হয়নি। একই প্রশ্নপত্রে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের ঘটনায় শিক্ষার্থী-অভিভাবক ও শিক্ষা সচেতন মহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। যে সকল স্কুল বন্ধ রয়েছে তাতেও অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। অভিন্ন প্রশ্ন বাতিল না করে পরবর্তীকালে পরীক্ষা নেয়া হলে চাপা ক্ষোভ বিক্ষোভে পরিণত হওয়ার আশংকা করছেন অনেকেই। তারা এই অবস্থার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে লাকসাম উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বলেন, কুমিল্লা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পরামর্শ মতে পূর্ব ঘোষিত রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়ার জন্য আমি স্কুলগুলোকে নির্দেশ দিয়েছি। এক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে ডেকে বিষয়টি জানালেও তারা কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি। তবে বাদপড়া স্কুলে পরবর্তী সময়ে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি লাকসাম শাখার সভাপতি বিকাশ সিনহা ও সেক্রেটারি শাহ আলম মজুমদার জানান, মন্ত্রণালয়ের ছুটির সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে আমরা পরবর্তী সময়ে পরীক্ষা নেয়ার কথা বললেও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পূর্বের রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়ার জন্য বলেন। কিন্তু এর আগেই ছুটি ঘোষণা করায় বেশিরভাগ স্কুলে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয়নি।